বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
পলিসি-প্র্যাকটিস-প্রসেস-স্ট্র্যাকচার বিষয়ক সংস্কার প্রস্তাবনা

পাইলট উদ্যোগ:
সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক Online ভিত্তিক Delivery Request প্রদান

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre
Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক আন্দোলনের মাধ্যমে ফিরিয়ে পাওয়া রাষ্ট্রের মেরামত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। দীর্ঘ দিনের জড়তা ভাঙতে এবং আগামী দিনের স্বপ্ন পূরণে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। নাগরিকগণের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে। সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় করে পাওয়া নানামুখী সংস্কার প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করে "বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ পলিসি-প্র্যাকটিস-প্রসেস-স্ট্র্যাকচার বিষয়ক সংস্কার প্রস্তাবনা" পুস্তিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

মোহাম্মদ শামীম আলম
সদস্য (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ
- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ
- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা
- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (BLPA) মূলত দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রবাহকে গতিশীল, কার্যকর, স্বচ্ছ এবং টেকসই করে তোলার লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে হওয়ায় এটি ভারত, নেপাল, ভূটানসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট করিডোর হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে দেশের স্থলবন্দরগুলোর মধ্যে বেনাপোল, আখাউড়া, সোনামসজিদ, বুড়িমারীসহ অনেক বন্দরের মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্দরের পরিকাঠামো, প্রযুক্তি ও সেবার মান অনুপাতিক হারে উন্নয়ন না পাওয়ায় পণ্যের দ্রুত খালাস, কাস্টমস কার্যক্রম, নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ ইত্যাদিতে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে যেমন বন্দরের অবকাঠামো দুর্বল, তেমনি অন্যদিকে ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ার কারণে সেবা গ্রহণে সময়ক্ষেপণ ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা দেশের ব্যবসা পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

এ প্রেক্ষাপটে, চলমান সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বন্দরে উন্নত প্রযুক্তির স্ক্যানার, সিসি ক্যামেরা স্থাপন, অনলাইন ডেলিভারি সিস্টেম চালু, ওয়ান-স্টপ সার্ভিস ও ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম চালুর মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) ভিত্তিক মডেলে বন্দর পরিচালনার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ, দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সেবার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র:

Strengths (শক্তিমত্তা):

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন দ্ধারা প্রতিষ্ঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বাজিটারী সুবিধা রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে ভারত, নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমারের সাথে সংযুক্ত। কর্তৃপক্ষ হিসেবে আরো সুবিধা হলো উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জাতীয় লজিস্টিক নীতির সাথে সংযুক্ততা। ফলে বন্দর ব্যবহারকারী সিএন্ডএফ এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপেক্ষর একটি গুরুত্বপূর্ন ইতিবাচক দিক।

Weaknesses (দুর্বলতা):

স্থলবন্দরের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অনুন্নত অবকাঠামো, আংশিক অটোমেশন, অদক্ষ মানব সম্পদ, সরকারী বিভাগের সীমাবদ্ধতা, নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি, প্রযুক্তির অপ্রতুল ব্যবহার।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বর্তমান বাহ্যিক চিত্র:

Opportunities (সুযোগ):

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা হলো লজিস্টিক হাব হিসেবে বাংলাদেশের অবদান। এছাড়াও বন্দর ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতিপূরণ, মানব সম্পদের উন্নয়ন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার আধুনিকরণ করলে আমদানী রপ্তানির ভারসাম্যহীনতা কার্যকর ভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

Threats (হুমকি):

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বন্দর ব্যবস্থাপনায় হুমকি (Threats) হলো প্রতিবেশী দেশের আমদানি সীমাবদ্ধতা ও ট্রানজিট বাধা, ক্লাইমেট চেঞ্জ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অবকাঠামো ঝুঁকি, সীমান্ত অঞ্চলে নিরাপত্তা হুমকি ও অবৈধ পণ্য চলাচল, প্রতিযোগী দেশসমূহের আধুনিক পোর্ট ব্যবস্থাপনা, শুল্ক প্রশাসনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যতা, অতিরিক্ত আমদানি নির্ভরতা, অনিয়ন্ত্রিত ট্রাক জট ও পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা, পরিবহন খাতে অব্যবস্থাপনা ও দুর্বল সংযোগ অবকাঠামো, বন্দর ব্যবহারকারীদের অসন্তুষ্টি ও দুর্নীতির অভিযোগ।

প্র্যাকটিস রিফর্ম

১.১ ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন ও ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা

প্রেক্ষাপট:

কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, গতি এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। পেপারবিহীন অফিস কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করে সময় এবং খরচের সাশ্রয় করা সম্ভব, যা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রমের দক্ষতা বাড়াবে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে ডকুমেন্টের সহজ অনুসন্ধান, পুণরায় ব্যবহার এবং রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং সম্ভব হবে, যা কাজের অগ্রগতি মনিটরিং এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। এছাড়া, নিরাপত্তা এবং ডেটা সুরক্ষা নিশ্চিত করা, ডিজিটাল রেকর্ডের মাধ্যমে ঝুঁকি কমানো এবং তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখা প্রয়োজন। এর ফলে, সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে এবং পরিষেবা প্রদান আরও দ্রুত ও কার্যকরী হবে।

উদ্দেশ্য:

ম্যানুয়াল কাগজপত্রের পরিবর্তে অনলাইন কাস্টমস ডিক্লারেশন ও কার্গো ট্র্যাকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

কী আউটপুট:

দীর্ঘসূত্রিতা ও দুর্নীতি রোধ করা।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

নথিপত্রের স্বচ্ছতা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ দ্রুততর করতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন ও ট্র্যাকিং সিস্টেম কার্যকরভাবে চালু করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (ট্রাফিক), প্রোগ্রামার, সকল বন্দর ইনচার্জ

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০২৬

১.২ এক জানালা (One-Stop Service) ব্যবস্থা চালু করা

প্রেক্ষাপট:

জনগণের জন্য সরকারি বা বেসরকারি সেবা সহজ, দ্রুত এবং কার্যকরীভাবে প্রদান করা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক সরকারি দপ্তরে আলাদা আলাদা গিয়ে সেবা নেয়ার জটিলতা দূর হয়ে এক জায়গায় সব সেবা প্রদান করা হয়, যা নাগরিকদের জন্য সময় ও শ্রম বাঁচায়। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সেবার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি রোধ, এবং জনগণের জন্য একটি সুবিধাজনক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা এক জানালা ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইন পোর্টাল বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সেবা পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে, যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, সেবা পৌঁছানোর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। এর ফলে, জনগণ দ্রুত ও সহজে প্রয়োজনীয় সেবা পেয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উদ্দেশ্য:

বন্দরে পণ্য খালাস, কাস্টমস্, ট্রান্সপোর্ট, নিরাপত্তা ইত্যাদি সেবা একই প্ল্যাটফর্মে আনা।

কী আউটপুট:

TCV (Time Cost Visit) হ্রাস।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুততর করতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক জানালা (One-Stop Service) ব্যবস্থা সফলভাবে চালু ও কার্যকর করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), প্রোগ্রামার

বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল, ২০২৬

১.৩ স্বয়ংক্রিয় গেইট পাস এবং প্রবেশ/প্রস্থান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা

প্রেক্ষাপট:

স্বয়ংক্রিয় গেইট পাস এবং প্রবেশ/প্রস্থান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মী, অতিথি বা যানবাহনের প্রবেশ এবং প্রস্থানকে পর্যবেক্ষণ করা এবং তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, যা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কার্যকরী ও সুশৃঙ্খল করে তোলে। এ ধরনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ, চুরি, বা অন্য কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হয়, কারণ এটি প্রতি প্রবেশের সময় বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে এবং অনুমোদিত ব্যক্তিরই প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। আধুনিক প্রযুক্তি, যেমন বায়োমেট্রিক সিস্টেম, স্মার্ট কার্ড, অথবা ফেস রিকগনিশন ব্যবহার করে, এটি মানুষের উপস্থিতি এবং চলাচল সহজেই ট্র্যাক করা সম্ভব হয়, যা নিরাপত্তা দৃষ্টি দিয়ে অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়া, স্বয়ংক্রিয় গেইট পাস সিস্টেমটি প্রতিষ্ঠানের অপারেশনাল কার্যক্রমে গতিশীলতা এনে দেয় এবং কর্মচারীদের প্রবেশ ও প্রস্থান প্রক্রিয়া আরও দ্রুত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। এটি কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রশাসনিক খরচ কমাতে সহায়তা করে।

উদ্দেশ্য:

RFID কার্ড ও ANPR ক্যামেরার মাধ্যমে যানবাহন প্রবেশ ও বের হওয়ার স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া চালু।

কী আউটপুট:

সদস্য (ট্রাফিক), সকল বন্দর ইনচার্জ

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় গেইট পাস ও প্রবেশ/প্রস্থান ব্যবস্থা স্থাপন ও চালু করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), প্রোগ্রামার

বাস্তবায়নকাল: ডিসেম্বর, ২০২৫

১.৪ ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম চালু করা

প্রেক্ষাপট:

অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে আরও দ্রুত, নিরাপদ এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করা। এই সিস্টেমের মাধ্যমে নগদ লেনদেনের পাশাপাশি মোবাইল বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, QR কোড, এবং অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে অর্থ লেনদেন করা সম্ভব হয়, যা সহজ এবং সাশ্রয়ী। ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমটি ভোক্তা, ব্যবসায়ী এবং সরকারী সংস্থার জন্য সময় এবং খরচ বাঁচাতে সাহায্য করে, কারণ এটি সরাসরি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সক্ষম। এর মাধ্যমে দুর্নীতি ও অপরাধের ঝুঁকি কমানো সম্ভব, কারণ লেনদেনের সমস্ত রেকর্ড ডিজিটালভাবে ট্র্যাক করা যায় এবং তা সহজেই অডিট করা যায়।

এছাড়া, এটি ডিজিটাল অর্থনীতি ও ই-কমার্সের বিকাশে সহায়ক, যেখানে পণ্য ও সেবা কেনার প্রক্রিয়া আরও সহজ, দ্রুত এবং সাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম চালু করার মাধ্যমে নগর এবং গ্রামীণ অঞ্চলে লেনদেনের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়, যা দেশব্যাপী অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সক্ষম।

উদ্দেশ্য:

সব ধরনের ফি ও চার্জ অনলাইনে পরিশোধের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

কী আউটপুট:

TCV (Time Cost Visit) হ্রাস।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

সেবা গ্রহণে সহজতা ও আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা আনতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম চালু ও কার্যকর করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (ট্রাফিক), প্রোগ্রামার

বাস্তবায়নকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

১.৫ কর্মচারীদের পেনশন স্কীম ও সধারণ ভবিষ্য তহবিল চালুকরণ

প্রেক্ষাপট:

কর্মচারীদের জীবনের শেষের দিকে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান এবং তাঁদের অবসরকালীন জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। এটি একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে কর্মচারীরা তাদের কর্মজীবনে আয়কর বা ন্যায্য অংশ হিসেবে ভবিষ্যতের জন্য টাকা সঞ্চয় করতে পারেন, যা অবসর গ্রহণের পর নিয়মিতভাবে পেনশন বা মাসিক ভাতা হিসেবে প্রদান করা হয়। এই স্কীম চালু করলে কর্মচারীরা তাদের কর্মজীবনে সঞ্চয় করতে উৎসাহিত হন এবং অবসরকালীন অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। পেনশন স্কীম ও ভবিষ্য তহবিল প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা এবং কর্মীদের প্রতি সহানুভূতির প্রতীক, কারণ এটি কর্মচারীদের দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সরকারের জন্য এটি একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির সুযোগ, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নেও সহায়ক। ফলে, এই সিস্টেম কর্মচারীদের জন্য একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যত নিশ্চিত করার পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠানগুলোকে সামাজিক দায়িত্ব পালনের পথও প্রদর্শন করে।

উদ্দেশ্য:

পেনশন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের প্রতি আগ্রহ ও মনোবল বৃদ্ধি।

কী আউটপুট:

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সামগ্রিক কল্যাণ ও স্বাস্থকর কর্মপরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে।

অংশীজন:

বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

কর্মচারীদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পেনশন স্কীম ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল চালু করা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নীতিমালা প্রণয়ন, অনুমোদন ও কার্যক্রম শুরু করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়নকাল: জুন, ২০২৬

১.৬ পেশাগত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি নির্ধারণ করা

প্রেক্ষাপট:

কর্মীদের কাজের মান উন্নত করা এবং তাদের সৃজনশীলতা ও দক্ষতার স্তর বৃদ্ধি করা, যাতে প্রতিষ্ঠান এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। প্রযুক্তির অগ্রগতি, বাজারের চাহিদা পরিবর্তন এবং নতুন কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে, নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি খুবই জরুরি। এসব কর্মসূচি কর্মীদের নতুন স্কিল অর্জন, সমস্যা সমাধানে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা উন্নত করে, যা প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। এছাড়া, এই কর্মসূচি কর্মীদের পেশাগত উন্নতি, আত্মবিশ্বাস এবং কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। একটি সঠিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কর্মচারীদের শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়ায় না, বরং তাদের ম্যানেজমেন্ট, নেতৃত্ব এবং যোগাযোগ দক্ষতাও উন্নত করে, যা সংগঠনের সামগ্রিক সাফল্যে ভূমিকা রাখে। পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কর্মী বাহিনীকে আরও অভিজ্ঞ এবং প্রতিযোগিতামূলক করতে সক্ষম হয়।

উদ্দেশ্য:

আধুনিক বন্দরের চাহিদা অনুযায়ী কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া।

কী আউটপুট:

দক্ষতা বৃদ্ধি

অংশীজন:

বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেশাগত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন)

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি, ২০২৬

১.৭ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করার মূল প্রেক্ষাপট হলো তাদের পেশাগত দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা, যাতে দেশের বন্দর ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ ও আধুনিক হয়ে ওঠে। স্থলবন্দরগুলো দেশের অর্থনৈতিক রন্ধ্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে পণ্য পরিবহন, শুল্ক কার্যক্রম, এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার অনেকাংশে নির্ভর করে কর্মীদের দক্ষতার ওপর। এর ফলে, একজন দক্ষ কর্মী নির্ভুলভাবে কাজ করতে সক্ষম হন, যা বন্দর পরিচালনার সময়মতো সেবা প্রদান এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের গতি বাড়ায়। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন কর্মীদের আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করতে সাহায্য করবে, যেমন বন্দর অপারেশন, শুল্ক ব্যবস্থাপনা, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স, এবং নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ। এছাড়া, ম্যানুয়ালটি তাদের পেশাগত আচরণ, নেতৃত্ব দক্ষতা, এবং সংকট সমাধানে সহায়ক হতে পারে, যা পরিচালনাগত ভুল কমায় এবং সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকরী করে তোলে। এতে করে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মীরা তাদের দায়িত্ব আরও দায়িত্বশীলভাবে পালন করতে পারবেন, ফলে বন্দর ব্যবস্থাপনা এবং দেশের বাণিজ্যিক সাফল্য উন্নত হবে।

উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।

কী আউটপুট:

যা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি

অংশীজন:

বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রণয়ন ও অনুমোদন সম্পন্ন করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়নকাল: সেপ্টেম্বর, ২০২৬

১.৮ পরিবহন ও লোড-আনলোড প্রক্রিয়ায় ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহার বাড়ানো

প্রেক্ষাপট:

কাজের গতি, দক্ষতা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা। সঠিক এবং আধুনিক ইক্যুইপমেন্টের ব্যবহার লোড-আনলোড কার্যক্রমকে আরও দ্রুত, কার্যকর এবং সুনির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে, যা পরিবহন খাতে সময় এবং খরচ কমাতে সহায়ক। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, ইক্যুইপমেন্টের উন্নতি এবং ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীলতা কমে যায় এবং দুর্ঘটনা বা ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস পায়। ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে বড় এবং ভারী পণ্য দ্রুত এবং নিরাপদভাবে স্থানান্তরিত করা যায়, যা প্রক্রিয়ার ত্রুটি এবং সময়ক্ষেপণ কমায়। বিশেষত বন্দরে, গুদামে, ও কারখানায় এসব উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা এবং কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে পুরো লজিস্টিক চেইন আরও দক্ষ হয়ে ওঠে। এছাড়া, পরিবহন খাতে ইক্যুইপমেন্টের সঠিক ব্যবহার পরিবহন খরচ কমাতে সহায়ক, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক লাভ এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বাড়াতে সাহায্য করে।

উদ্দেশ্য:

ফর্কলিফ্ট, কনভেয়ার বেল্ট, এবং ক্রেনের ব্যবহার বাড়িয়ে মানবনির্ভরতা কমানো।

কী আউটপুট:

নিরাপদ ও দ্রুত পণ্য হ্যান্ডলিং

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

পরিবহন ও লোড-আনলোড কার্যক্রমে মেশিন ও ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহারের হার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (ট্রফিক)

বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল, ২০২৬

২. প্রসেস রিফর্ম

২.১ একক ডিজিটাল পোর্টাল চালু করা (Unified Portal Management System)

প্রেক্ষাপট:

বন্দরের কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড এবং স্বয়ংক্রিয় করে, সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ, দ্রুত এবং স্বচ্ছ করা। বর্তমান বাণিজ্যিক পরিবেশে, বন্দরের অপারেশনগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া ও সংস্থা জড়িত থাকে, যেমন কাস্টমস, শুল্ক, লোড-আনলোড, পরিবহন এবং নিরাপত্তা, যা আলাদাভাবে পরিচালিত হলে কার্যক্রমে সমস্যা, বিলম্ব এবং অপচয় হতে পারে। একক ডিজিটাল পোর্টাল চালু করার মাধ্যমে এসব কাজ একত্রিত করা সম্ভব হয়, যেখানে এক জায়গা থেকেই সমস্ত তথ্য, সেবা এবং আপডেট পাওয়া যায়। এটি ব্যবহারকারীদের জন্য সময় এবং খরচ সাশ্রয়ী, কারণ তারা পণ্য ক্লিয়ারেন্স, শুল্ক পরিশোধ, লোড-আনলোড এবং অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারেন। এছাড়া, একক পোর্টাল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশাসনিক জটিলতা এবং দুর্নীতি হ্রাস পায়, কারণ সমস্ত কার্যক্রম স্বচ্ছভাবে ট্র্যাক করা সম্ভব হয়। এটি বন্দরের গতি বাড়িয়ে, দেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে আরও কার্যকরী এবং প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উদ্দেশ্য:

কাস্টমস, বন্দরের ফি, শিডিউল, ট্র্যাকিং সব এক জায়গায় করা যাবে। এতে বারবার অফিসে যেতে হবে না।

কী আউটপুট:

TCV (Time Cost Visit) হ্রাস ও দুর্নীতি রোধ।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

স্থলবন্দর কার্যক্রমের সমন্বয় ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একক ডিজিটাল পোর্টাল (Unified Port Management System) সম্পূর্ণ চালু ও কার্যকর করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (ট্রাফিক)

বাস্তবায়ন সময়কাল: মার্চ, ২০২৬

২.২ ডিজিটাল ফর্ম ও সাবমিশন চালু করা

প্রেক্ষাপট:

সরকারি এবং বেসরকারি কার্যক্রমের দ্রুততা, স্বচ্ছতা এবং সেবার মান উন্নত করা। ঐতিহ্যগত কাগজপত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ, দুর্বল এবং প্রায়শই ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে, যা নাগরিকদের জন্য বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। ডিজিটাল ফর্ম ও সাবমিশনের মাধ্যমে এটি স্বয়ংক্রিয় এবং সহজতর হয়ে ওঠে, যেখানে ব্যবহারকারী অনলাইনে সরাসরি ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে পারেন। এতে সেবাগ্রহীতাদের জন্য সময় সাশ্রয় হয়, খরচ কমে, এবং তথ্য জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত ও নির্ভুল হয়। পাশাপাশি, এটি কাগজপত্রের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব হয়ে ওঠে এবং দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা বা তথ্য চুরির ঝুঁকি কমায়,

কারণ সমস্ত ডেটা ডিজিটাল মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকে এবং ট্র্যাক করা যায়। সরকারী দপ্তর বা সংস্থাগুলোর জন্যও এটি কার্যক্রম সহজ ও দ্রুত করার সুযোগ তৈরি করে, যার ফলে সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয়। ডিজিটাল ফর্ম ও সাবমিশন চালু করার মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রমের আধুনিকায়ন নিশ্চিত হয় এবং দেশের ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়।

উদ্দেশ্য:

কাগজে জমা না দিয়ে অনলাইনে ফর্ম পূরণ, সংশোধন, ও দাখিল করার ব্যবস্থা করা।

কী আউটপুট:

TCV (Time Cost Visit) হ্রাস ও দুর্নীতি রোধ।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

সেবা প্রক্রিয়া সহজতর ও স্বচ্ছ করতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিজিটাল ফর্ম ও সাবমিশন ব্যবস্থা চালু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর, ২০২৫

২.৩ ই-পারমিট ও ই-এনট্রি চালু করা

প্রেক্ষাপট:

ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের গতি, স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা। ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে কাগজপত্রের মাধ্যমে পারমিট এবং এনট্রি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সময়সাপেক্ষ এবং অনেক ক্ষেত্রে জটিল হয়ে পড়ে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। ই-পারমিট ও ই-এনট্রি চালু করার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াগুলো ডিজিটাল করা হয়, যার ফলে পণ্য পরিবহন, শুল্ক পরিশোধ, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স এবং অন্যান্য আইনি অনুমোদন দ্রুত এবং স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হয়। এটি সকল ধরনের স্টেকহোল্ডার—ব্যবসায়ী, কাস্টমস কর্মকর্তা, এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার জন্য কার্যক্রমের গতিশীলতা এবং তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করে। ই-পারমিট এবং ই-এনট্রি প্রক্রিয়া শুরু করার ফলে কাগজপত্রের ব্যবহার কমে, দুর্নীতি বা প্রক্রিয়াগত ত্রুটি হ্রাস পায়, এবং স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের মাধ্যমে শুল্ক আদায় এবং অন্যান্য নিয়ম মেনে চলা সহজ হয়। এটি ব্যবসায়ীদের জন্য সেবার মান উন্নত করে, সময় এবং খরচ বাঁচাতে সহায়ক, এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা তৈরি করে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

উদ্দেশ্য:

পণ্য প্রবেশ ও প্রস্থানের অনুমোদন ডিজিটালি দেওয়ার ব্যবস্থা। নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

কী আউটপুট:

নিরাপদ ও দ্রুত পণ্য হ্যান্ডলিং

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজতর ও সময়সীমা হ্রাসে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ই-পারমিট ও ই-এনট্রি ব্যবস্থা চালু ও কার্যকর করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (ট্রাফিক)

বাস্তবায়ন সময়কাল: জানুয়ারি, ২০২৬

২.৪ অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশন

প্রেক্ষাপট:

লেনদেন প্রক্রিয়াকে দ্রুত, নিরাপদ এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব করে তোলা, যা ডিজিটাল অর্থনীতি এবং ই-কমার্সের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশন ব্যবসায়ীদের জন্য পণ্য বা সেবা বিক্রির পর সহজে এবং দ্রুত অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে, একদিকে যেমন গ্রাহকদের জন্য নিরাপদ পেমেন্ট পদ্ধতি সরবরাহ করে, তেমনি ব্যবসার আয়ের পরিমাণও সুনির্দিষ্টভাবে ট্র্যাক করা যায়। এটি গ্রাহকদের বিভিন্ন পেমেন্ট মাধ্যম যেমন ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, মোবাইল ব্যাংকিং, বিকাশ, রকেটসহ অন্যান্য ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার সুবিধা দেয়, ফলে লেনদেনের সময় সাশ্রয় হয় এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশন মাধ্যমে পেমেন্ট সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড করা হয়, যা হিসাব-নিকাশ এবং অডিট প্রক্রিয়াকে সহজ ও নির্ভুল করে তোলে। ডিজিটাল অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা তাদের বাজার প্রসারিত করতে পারেন, সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সেবা প্রদান করতে পারেন এবং প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ ও আধুনিক করে তুলতে পারেন, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

উদ্দেশ্য:

বিকাশ, নগদ, ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সব চার্জ পরিশোধ করা যাবে।

কী আউটপুট:

TCV (Time Cost Visit) হ্রাস ও দুর্নীতি রোধ।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সম্পূর্ণ ইন্টিগ্রেশন ও কার্যকর করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (ট্রাফিক), প্রোগ্রামার

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর, ২০২৫

২.৫ কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য Standard Process Mapping অনুসরণ

প্রেক্ষাপট:

অপারেশনাল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং নির্ভুলতা বৃদ্ধি করা। কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের প্রক্রিয়া জটিল ও বহুস্তরীয়, যেখানে বিভিন্ন ধাপে পণ্য পরিবহন, লোড-আনলোড, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স, এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকে। Standard Process Mapping একটি কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে প্রতিটি পদক্ষেপকে চিহ্নিত করে এবং সময়সীমা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং দায়িত্ব ভাগাভাগি করা হয়। এর মাধ্যমে, কাজের ধারা এবং সম্পূর্ণ কার্যপ্রণালী সহজভাবে দেখা যায়, যা সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানকে দ্রুততর করে। একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রক্রিয়া মানচিত্র অনুসরণের ফলে কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পায়, সময়ের অপচয় কমে, এবং দক্ষতা উন্নত হয়, যা পুরো কার্গো হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়াকে দ্রুত এবং কার্যকরী করে তোলে। এছাড়া, এটি পণ্যের নিরাপত্তা, গুণগত মান এবং পরিবহন খরচ কমানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করে, কারণ প্রতিটি পদক্ষেপে কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ এবং মনিটরিং নিশ্চিত করা যায়। ফলে, স্ট্যান্ডার্ড প্রক্রিয়া ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে গতিশীলতা আনা সম্ভব হয়, যা দেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত এবং প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে।

উদ্দেশ্য:

কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের প্রতিটি ধাপে নির্ধারিত মানসম্মত প্রক্রিয়া নিরূপণ ও তা অনুসরণ করে সময়, শ্রম এবং ব্যয় কমিয়ে কার্যক্রমকে দ্রুত, স্বচ্ছ ও কার্যকর করা।

কী আউটপুট:

কার্গো হ্যান্ডলিং কাজে সময় ও খরচ হ্রাস এবং অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি।

অংশীজন:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (BLPA), C&F (Clearing & Forwarding) এজেন্টগণ আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকগণ পরিবহন কোম্পানি। চালক/ ট্রাক মালিক সমিতি।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে গতিশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে Standard Process Mapping প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (উন্নয়ন)

বাস্তবায়ন সময়কাল: মার্চ, ২০২৬

২.৬ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

প্রেক্ষাপট:

দেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের দক্ষতা, সাশ্রয়ীতা এবং কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা। স্থলবন্দরসমূহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক রন্ধ্রে অবস্থিত, যেখানে পণ্য পরিবহন, শুল্ক কার্যক্রম, এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেন পরিচালিত হয়। এসব কার্যক্রমের সুষ্ঠু ও কার্যকরী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সম্পদ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে সম্পদ ব্যবস্থাপনা করলে বন্দরগুলোর অবকাঠামো, কর্মী, প্রযুক্তি এবং অন্যান্য উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, যার ফলে অপচয় কমে এবং পরিবহন খরচের হ্রাস হয়। সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে সম্পদের সঠিক বিতরণ, মেইনটেনেন্স, এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা প্রয়োজন, যাতে কোনো সংকট বা দুর্বলতা না ঘটে। এটি শুধু বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য নয়, বরং দেশব্যাপী বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত সম্পদ ব্যবস্থাপনা ফলে বন্দর কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি পায়, শুল্ক আদায় দ্রুত হয়, এবং কার্যক্রমের সমন্বয় সুসংহত হয়, যা দেশের বাণিজ্যিক পরিবেশকে আরও প্রতিযোগিতামূলক এবং কার্যকরী করে তোলে।

উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আর্থিক, ভৌত এবং প্রযুক্তিগত সম্পদসমূহের সর্বোচ্চ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে স্থলবন্দরের কার্যক্রমে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।

কী আউটপুট:

সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস, বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা, ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণে সহায়ক।

অংশীজন:

কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বন্দরের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর, ২০২৫

২.৭ মাল্টি-এজেন্সি ইন্টিগ্রেশন (Customs, NBR,Transport Authority)

প্রেক্ষাপট:

বন্দর এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সমন্বয়, স্বচ্ছতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। দেশের বাণিজ্যিক পরিবহন এবং শুল্ক ব্যবস্থাপনা জটিল এবং বহু-স্তরীয়, যেখানে একাধিক সংস্থা যেমন কাস্টমস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR), পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরগুলো সংশ্লিষ্ট থাকে। এই সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং তথ্যের বিচ্ছিন্নতা কার্যক্রমে বিলম্ব এবং জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। মাল্টি-এজেন্সি ইন্টিগ্রেশন বাস্তবায়ন করে এসব সংস্থার মধ্যে তথ্য এবং কাজের সুষ্ঠু আদান-প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, যার ফলে শুল্ক আদায়, পণ্য খালাস, ট্রান্সপোর্টেশন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি দ্রুত, স্বচ্ছ এবং সুনির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন হয়। এটি একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কাজের সমন্বয় ঘটিয়ে, সময় এবং খরচ সাশ্রয় নিশ্চিত করে, প্রশাসনিক জটিলতা কমায় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়তা করে। মাল্টি-এজেন্সি ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে কাস্টমস, NBR এবং পরিবহন কর্তৃপক্ষের মধ্যে একত্রিত সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য:

সব সংস্থার প্রক্রিয়া একটি প্ল্যাটফর্মে এনে সময় ও খরচ কমানো।

কী আউটপুট:

TCV (Time Cost Visit) হ্রাস ও দুর্নীতি রোধ।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

কাস্টমস, এনবিআর ও পরিবহন কর্তৃপক্ষসহ মাল্টি-এজেন্সির কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যাটফর্ম তৈরি ও কার্যকর করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (ট্রাফিক)

বাস্তবায়ন সময়কাল: এপ্রিল, ২০২৬

২.৮ সার্ভিস ডেলিভারি টাইমলাইন নির্ধারণ ও মনিটরিং

প্রেক্ষাপট:

সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা। একটি পরিষেবার সঠিক সময়মত ডেলিভারি গ্রাহকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিলম্বিত সেবা মানহীনতা এবং আস্থার সংকট সৃষ্টি করতে পারে। সময়সীমা নির্ধারণ এবং সঠিক মনিটরিং এর মাধ্যমে সার্ভিস ডেলিভারি প্রক্রিয়া উন্নত করা সম্ভব, যা স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং সেবা মানের উন্নয়ন ঘটায় । টাইমলাইন নির্ধারণ করা কর্মীদের জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে এবং তাদের কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ও প্রোঅ্যাকটিভ মনোভাব তৈরি করে। একই সঙ্গে, মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যক্রমের কোন পর্যায়ে সমস্যা বা বিলম্ব হচ্ছে তা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধান সম্ভব করে, যা সেবার দ্রুত এবং নির্ভুল প্রদান নিশ্চিত করে। এটি ব্যবসায়িক প্রসেসের অটোমেশন এবং সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে, যা গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নত করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। সার্ভিস ডেলিভারি টাইমলাইন নির্ধারণ ও মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রক্রিয়া আরও স্মুথ, কার্যকরী এবং গ্রাহকবান্ধব হয়ে ওঠে, যা দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা সৃষ্টি করে।

উদ্দেশ্য:

প্রত্যেকটি প্রসেসে সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণ এবং SLA (Service Level Agreement) অনুসরণ নিশ্চিত করা।

কী আউটপুট:

নিরাপদ ও দ্রুত পণ্য হ্যান্ডলিং

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

সেবা প্রদানের সময়সীমা নির্ধারণ ও নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর টিমলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (উন্নয়ন)

বাস্তবায়ন সময়কাল: জানুয়ারি, ২০২৬

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

৩.১ স্থলবন্দরসমূহে স্ক্যানার স্থাপন

প্রেক্ষাপট:

নিরাপত্তা, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স এবং শুল্ক কার্যক্রমের দ্রুততা এবং নির্ভুলতা বৃদ্ধি করা। আধুনিক স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে বন্দরগুলোতে পণ্য, কনটেইনার বা যানবাহন তল্লাশি সহজ, দ্রুত এবং স্বচ্ছভাবে করা সম্ভব হয়, যা কাস্টমস কর্মকর্তাদের কাজের চাপ কমায় এবং ত্রুটির সম্ভাবনা হ্রাস করে । স্ক্যানারের মাধ্যমে পণ্য বা কনটেইনারের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, যা চোরাচালান, অবৈধ পণ্য বা ক্ষতিকর পদার্থের প্রবাহ ঠেকাতে সাহায্য করে। এটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই শুল্ক ফর্মালিটি সম্পন্ন করতে সহায়ক, ফলে পণ্য খালাসের সময়সীমা কমে যায় এবং বন্দর কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, স্ক্যানার ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হয়, কারণ স্ক্যানিং সিস্টেমের মাধ্যমে পণ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় এবং নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। তাই, স্থলবন্দরসমূহে স্ক্যানার স্থাপন কেবল নিরাপত্তার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের গতিশীলতা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দেশ্য:

স্থলবন্দরসমূহের নিরাপত্তা বৃদ্ধি, পণ্য পরীক্ষায় গতিশীলতা আনয়ন, শুল্ক ফাঁকি রোধ ও নিরাপদ বাণিজ্য নিশ্চিতকরণ।

কী আউটপুট:

আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের ধরণ এবং কোনো অবৈধ বস্তু, বিস্ফোরক, অস্ত্র বা নিষিদ্ধ দ্রব্য আছে কিনা তা দ্রুত শনাক্তকরণ।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রনারয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

স্থলবন্দরসমূহে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আধুনিক স্ক্যানার যন্ত্রপাতি স্থাপন ও কার্যকর করা।

মূল দায়িত্ব: সকল বন্দর ব্যবহারকারী

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর, ২০২৬

৩.২ সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক অনলাইন পণ্য ডেলিভারী প্রদান

প্রেক্ষাপট:

বাণিজ্যিক কার্যক্রমের দ্রুততা, স্বচ্ছতা এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নত করা। বর্তমানে, ই-কমার্স এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৃদ্ধির সাথে সাথে, পণ্য ডেলিভারী প্রক্রিয়া দ্রুত, নিরাপদ এবং ব্যবহারবান্ধব হতে হয়েছে। সিএন্ডএফ এজেন্টরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পণ্য ক্লিয়ারেন্স, শুল্ক পরিশোধ এবং লজিস্টিক সেবা সরবরাহ করে, যা গ্রাহকদের জন্য পণ্য ডেলিভারী প্রক্রিয়াকে আরও সহজ এবং স্বচ্ছ করে তোলে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে গ্রাহকরা তাদের পণ্য স্ট্যাটাস ট্র্যাক করতে পারেন, ডেলিভারী সময়সূচী সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারেন এবং অনলাইনে পেমেন্ট করতে পারেন, যা পুরো প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে।

এছাড়া, অনলাইন পণ্য ডেলিভারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাগজপত্রের ব্যবহার কমে যায়, যা খরচ ও সময় বাঁচানোর পাশাপাশি পরিবেশবান্ধবও হয়ে ওঠে। সিএন্ডএফ এজেন্টদের জন্য এটি একটি দক্ষ এবং আধুনিক সেবা প্রদান পদ্ধতি, যা তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণে সাহায্য করে এবং দেশের বাণিজ্যিক সিস্টেমকে আরও কার্যকরী করে তোলে।

উদ্দেশ্য:

স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানি বা রপ্তানির পর কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অনলাইনে গ্রাহককে ডেলিভারির তথ্য ও স্ট্যাটাস প্রদান।

কী আউটপুট:

দাপ্তরিক কাগজপত্রের নির্ভরশীলতা কমিয়ে ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করা।

অংশীজন:

সিএন্ডএফ এজেন্ট, ঠিকাদার, আমদানীকারকগন।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

সিএন্ডএফ এজেন্টদের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে পণ্য ডেলিভারি সেবা চালু ও কার্যকর করা, যা সেবা গ্রহণের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করবে।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (ট্রাফিক) ,পরিচালক, বেনাপোল স্থলবন্দর

বাস্তবায়ন সময়কাল: জানুয়ারি, ২০২৬

৩.৩ জনবল কাঠামোর স্কিল ম্যাট্রিক্স তৈরি ও পুনর্বিন্যাস করা

প্রেক্ষাপট:

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মী দক্ষতা ও সক্ষমতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং উপযুক্ত কাজের জন্য তাদের সঠিকভাবে বরাদ্দ করা। এটি একটি পরিকল্পিত পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তার কর্মীদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করে এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করে। স্কিল ম্যাট্রিক্স তৈরি ও পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে একটি সংস্থা কর্মীদের পেশাগত দিক থেকে সমৃদ্ধ করে, একই সাথে দক্ষতার ঘাটতি বা অতিরিক্ততা চিহ্নিত করে, যা কর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণ এবং ভূমিকা নির্ধারণে সহায়ক হয়। এছাড়া, এই ম্যাট্রিক্স ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও কৌশল অনুযায়ী কর্মীদের কার্যক্ষমতা এবং সক্ষমতা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এর ফলে, কাজের প্রক্রিয়া আরো দক্ষ, সঠিক এবং কার্যকরী হয়, যা সংস্থার উৎপাদনশীলতা, কর্মী সন্তুষ্টি এবং সার্বিক সাফল্য বৃদ্ধি করে।

উদ্দেশ্য:

যে জায়গায় যেই দক্ষতার লোক প্রয়োজন, সে অনুযায়ী পুনঃনিয়োগ বা রিডেপ্লয়মেন্ট (Redeployment) করা।

কী আউটপুট:

দক্ষ বন্দর ব্যবস্থাপনা করা।

অংশীজন:

বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা- কর্মচারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

জনবল দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য স্কিল ম্যাট্রিক্স তৈরি ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনর্বিন্যাস সম্পন্ন করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুলাই, ২০২৬

৩.৪ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মেডিক্যাল ইউনিট গঠন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মেডিক্যাল ইউনিট গঠনের মূল প্রেক্ষাপট হলো তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং কাজের পরিবেশে স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। স্থলবন্দরসমূহে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দৈনিক কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের মধ্যে থাকেন এবং দীর্ঘ সময় কাজ করেন, যার ফলে শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা হওয়ার ঝুঁকি থাকে। মেডিক্যাল ইউনিট প্রতিষ্ঠা করলে কর্মীদের দ্রুত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে, যাতে তারা কোনো দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। এটি তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ভাল রাখার পাশাপাশি কর্মক্ষমতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে। এছাড়া, জরুরি মেডিক্যাল সহায়তা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রশিক্ষণও প্রদান করা যাবে, যা কর্মীদের সুস্থ জীবনযাত্রার জন্য সহায়ক। মেডিক্যাল ইউনিট গঠনের মাধ্যমে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ তার কর্মীদের প্রতি দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করবে এবং কর্মক্ষেত্রের পরিবেশকে আরও নিরাপদ ও স্বাস্থ্যবান্ধব করবে, যা দীর্ঘমেয়াদে কর্তৃপক্ষের সার্বিক কার্যকারিতা এবং কর্মী সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা রক্ষা করা যাতে তারা সুস্থ থেকে দক্ষতার সাথে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

কী আউটপুট:

প্রায় ৫০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চতকরণ।

অংশীজন:

বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা- কর্মচারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

অফিসার ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থলবন্দর এলাকায় কার্যকর মেডিক্যাল ইউনিট গঠন ও কার্যক্রম শুরু করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: মার্চ, ২০২৬

৩.৫ জনসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ শাখা শক্তিশালীকরণ

প্রেক্ষাপট:

কর্মীদের দক্ষতা, ক্ষমতা এবং পেশাদারি মান উন্নয়ন করা, যা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যকারিতা এবং লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি শক্তিশালী জনসম্পদ উন্নয়ন শাখা কর্মীদের উন্নতির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন এবং ক্যারিয়ার উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে, যা তাদের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া, প্রশিক্ষণ শাখা কর্মীদের সঠিক স্কিলসেট এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদান করে, যা তাদের কর্মক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জগুলো সহজে মোকাবিলা করতে সহায়তা করে। এটি কর্মীদের উদ্যোক্তা মানসিকতা তৈরি করতে এবং তাদের স্বপ্নের ক্যারিয়ার অর্জনের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জনসম্পদ উন্নয়ন শাখা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, দলগত কাজের মনোভাব এবং কর্মীদের মধ্যে একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক।

উদ্দেশ্য:

মানব সম্পদ উন্নয়।

কী আউটপুট:

প্রায় ৫০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চতকরণ।

অংশীজন:

বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা- কর্মচারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

জনসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ শাখার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং দক্ষ কর্মীবৃন্দ নিয়োগ সম্পন্ন করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর, ২০২৬

৩.৬ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য স্থলবন্দরসমূহে আইটি সেল গঠন ও পদ সৃষ্টি

প্রেক্ষাপট:

প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য স্থলবন্দরসমূহে আইটি সেল গঠন ও পদ সৃষ্টির মূল প্রেক্ষাপট হলো আধুনিকায়ন এবং বন্দর কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক এবং অপারেশনাল কার্যক্রমকে দ্রুত, সঠিক এবং স্বচ্ছ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থলবন্দরগুলোতে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স, পণ্য লোড-আনলোড, শুল্ক ফি সংগ্রহ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কার্যক্রম ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজ এবং দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব। আইটি সেল গঠনের মাধ্যমে বন্দরসমূহে সিস্টেম মেইনটেনেন্স, সফটওয়্যার আপডেট, নিরাপত্তা ত্রুটি সমাধান এবং ডেটা ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। এই সেলটি টেকনিক্যাল সমস্যা সমাধান, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং বন্দর কার্যক্রমের ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের দায়িত্ব পালন করবে, যা সেবার গুণগত মান উন্নত করবে। আইটি সেলের মাধ্যমে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে দ্রুত, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী পণ্য পরিবহন নিশ্চিত করতে পারবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বন্দরের কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং বন্দরের সামগ্রিক কার্যকারিতা উন্নতকরণ।

কী আউটপুট:

পণ্যের আগমন ও বহির্গমন, শুল্ক ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য ডেটা ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকীকরণ।

অংশীজন:

সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

স্থলবন্দরসমূহে প্রযুক্তির উন্নত ব্যবহার নিশ্চিত করতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর আইটি সেল গঠন ও প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করা।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর, ২০২৫

৩.৭ উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং সিস্টেম (Development Monitoring System) বাস্তবায়ন

প্রেক্ষাপট:

উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কার্যকরী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের সময় নির্দিষ্ট লক্ষ্য, সময়সীমা এবং বাজেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারের বা কোনো সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর প্রগ্রেস ট্র্যাক করা সম্ভব হয়, যেখানে প্রকল্পের অবস্থান, বাধা, সমস্যা এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পগুলোর সময়মত সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিত করা যায়, যা অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে এবং জনগণের জন্য সুবিধা নিশ্চিত করে।

পাশাপাশি, এটি দুর্নীতি, অপচয় এবং অব্যবস্থাপনা রোধে সহায়ক, কারণ প্রতিটি পর্যায়ের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়ন সরকারের বা সংস্থার প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করে এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সুফল সবার কাছে পৌঁছানোর পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দেশ্য:

স্থলবন্দরসমূহে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়, যাতে প্রকল্পের লক্ষ্য সময়মতো এবং কার্যকরভাবে অর্জন করা যায়।

কী আউটপুট:

প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ে সুস্পষ্ট এবং পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং সিস্টেম সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (উন্নয়ন)

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন, ২০২৬

৩.৮ উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং সিস্টেম সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

প্রেক্ষাপট:

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনা ও লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা স্তরের সমন্বয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা। মাঝারি স্তরের ব্যবস্থাপনা সাধারণত শীর্ষ ব্যবস্থাপনা এবং নিম্নস্তরের কর্মীদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে, যেখানে তাদের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে। নতুন পদ সৃষ্টি এবং এসব জব রোল চিহ্নিত করার মাধ্যমে, প্রতিষ্ঠানের কাজের চাপ কমানো, পদক্ষেপগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং কর্মীদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও সৃজনশীলতা বাড়ানো সম্ভব হয়। এটি কর্মী শক্তির দক্ষ ব্যবহার এবং বিভিন্ন বিভাগে সঠিক কর্মী নিয়োগের সুযোগ তৈরি করে, যা প্রতিষ্ঠানের অপারেশনাল কার্যকারিতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি, নতুন পদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ কর্মী নিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়, যা নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক। ফলে, মাঝারি স্তরের ব্যবস্থাপনা জব রোল চিহ্নিত এবং নতুন পদ সৃষ্টি প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

উদ্দেশ্য:

অপারেশন ম্যানেজার, ICT কো-অর্ডিনেটর, লজিস্টিক অফিসার, ক্লায়েন্ট রিলেশন ম্যানেজার ইত্যাদি।

কী আউটপুট:

দক্ষ ব্যবস্থাপনা।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

মাঝারি স্তরের ব্যবস্থাপনার জব রোল নির্ধারণ ও নতুন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠনের কাঠামো উন্নয়ন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: জানুয়ারি, ২০২৬

৪. পলিসি রিফর্ম

৪.১ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ হালনাগাদ ও সংশোধন করা

প্রেক্ষাপট:

স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ হালনাগাদ ও সংশোধনের অন্যতম প্রধান প্রেক্ষাপট হলো জাতীয় বন্দর নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা। বর্তমান বন্দর নীতিমালা দেশের সমন্বিত বন্দর ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবহন সংযোগ, ডিজিটালাইজেশন ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিয়েছে। অথচ পুরনো আইনটি এসব দিক উপেক্ষা করে তৈরি হওয়ায়, নীতিমালার নির্দেশনার আলোকে বিদ্যমান আইন হালনাগাদ না করলে বাস্তবায়নে দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতি সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আইনটিকে জাতীয় বন্দর নীতিমালার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কৌশলের সাথে সমন্বয় করাই এই সংশোধনের অন্যতম মূল কারণ।

উদ্দেশ্য:

সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরের মধ্যে নীতিগত সমন্বয় না থাকায় প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়; সেটি দূর করতে প্রয়োজন পূর্ণ সমন্বয়।

কী আউটপুট:

পরিকল্পিত ও সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১-এর হালনাগাদ ও সংশোধনের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত সংশোধনী প্রস্তুত, পর্যালোচনা ও অনুমোদন সম্পন্ন করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন)

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর, ২০২৬

৪.২ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) , কাস্টমস ও BLPA-এর মধ্যে যৌথ কার্যপ্রণালী নির্দেশিকা (SOP) প্রণয়ন করা

প্রেক্ষাপট:

স্থলবন্দরে পণ্য চলাচল, শুল্ক আদায় ও বন্দর ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। বর্তমানে এই তিন সংস্থার কার্যক্রম অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ও পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, যার ফলে পণ্য খালাসে বিলম্ব, ব্যবসায়িক খরচ বৃদ্ধি ও দুর্নীতি সৃষ্টি হয়। এছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতি, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এবং আঞ্চলিক ট্রানজিট সহজ করতে সমন্বিত ও স্বচ্ছ একটি যৌথ নির্দেশিকা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে, যা দ্রুত, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক বন্দর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

উদ্দেশ্য:

একক SOP থাকলে ভিন্ন দপ্তরের আইন ও কার্যক্রমে সংঘর্ষ কমবে।

কী আউটপুট:

সমন্বিত কার্যক্রম ফলে TCV (Time Cost Visit) হ্রাস পাবে।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

NBR, কাস্টমস ও BLPA-এর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি ও কার্যকরী সমন্বয় নিশ্চিত করতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যৌথ কার্যপ্রণালী নির্দেশিকা (SOP) প্রণয়ন ও অনুমোদন সম্পন্ন করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (ট্রাফিক)

বাস্তবায়ন সময়কাল: নভেম্বর, ২০২৫

৪.৩ স্থলবন্দরের উন্নয়ন নীতিমালা (Land Port Policy) প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে কর্তৃপক্ষের বর্তমান অবকাঠামো অপ্রতুল যা বাণিজ্যে বিলম্ব ও ব্যয় বাড়ায়। এছাড়া জাতীয় বন্দর নীতিমালা, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন চাহিদা এবং প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সংযুক্তির প্রয়োজনীয়তার আলোকে একটি সুনির্দিষ্ট ও সময়োপযোগী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি হয়ে উঠেছে।

উদ্দেশ্য:

স্থলপথে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম সহজীকরণ, কম সময় ও সাশ্রয়ীভাবে আমদানি-রপ্তানি সম্পাদন ও যাত্রীসেবা প্রদানের মাধ্যমে আধুনিকায়ন।

কী আউটপুট:

পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়ন।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

স্থলবন্দরগুলোর কার্যকারিতা ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন নীতিমালা (Land Port Policy) প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন সম্পন্ন করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (উন্নয়ন)

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর, ২০২৬

৪.৪ স্থলবন্দরসমূহে Net zero বাস্তবায়ন

প্রেক্ষাপট:

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং টেকসই বন্দর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। বর্তমানে স্থলবন্দরসমূহে যানবাহন চলাচল, জ্বালানি ব্যবহার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কার্বন নিঃসরণ হয়, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশনীতি (যেমন: Paris Agreement, SDG) অনুযায়ী কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জন করা বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান কার্যক্রমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সবুজ প্রযুক্তি ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো সংযোজন করে Net Zero লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে।

উদ্দেশ্য:

নীতিগত, প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত পদক্ষেপের মাধ্যমে স্থলবন্দরের কার্যক্রমে উৎপন্ন কার্বন নির্গমন শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা।

কী আউটপুট:

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, সবুজ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থলবন্দরসমূহে কার্বন নির্গমন শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

স্থলবন্দরসমূহে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে Net Zero নীতিমালা বাস্তবায়ন শুরু ও পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), সকল বন্দর ইনচার্জ

বাস্তবায়ন সময়কাল: মার্চ, ২০২৬

৪.৫ অনুমোদন সংক্রান্ত সময়সীমা নির্ধারণে বাধ্যতামূলক পলিসি প্রণয়ন করা

প্রেক্ষাপট:

স্থলবন্দর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও অকারণে বিলম্ব দূর করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা। অনেক সময় বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের অনুমোদন পেতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়, ফলে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তি বাস্তবায়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হয় । ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়ন, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিটি অনুমোদন প্রক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো নির্ধারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

উদ্দেশ্য:

পারমিট, লাইসেন্স, শুল্ক ছাড়পত্র ইত্যাদিতে দপ্তরভেদে দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে সময়সীমা ভিত্তিক সিদ্ধান্তের বাধ্যবাধকতা।

কী আউটপুট:

TCV (Time Cost Visit) হ্রাস।

অংশীজন:

সকল বন্দর ব্যবহারকারী।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

অনুমোদন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাধ্যতামূলক সময়সীমা নির্ধারণ পলিসি প্রণয়ন ও অনুমোদন সম্পন্ন করা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (ট্রাফিক)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর, ২০২৬

পাইলট উদ্যোগ: (অক্টোবর ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৫)
সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক Online ভিত্তিক Delivery Request প্রদান

গভর্ন্যান্স সমস্যার বর্ণনা:

সমস্যার কারণ:

- বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সিএন্ডএফ এজেন্টদের অফিসে এসে Delivery Request (DR) জমা দিতে হয়।
- এতে করে আবেদনকারীকে একাধিকবার অফিসে আসতে হয়, ফলে সময় ও অর্থের অপচয় ঘটে।
- প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব, ফলে অনিয়ম, দালালচক্র এবং দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়।
- আবেদনের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য জানা কঠিন, ফলে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

সমস্যার ফলাফল:

- সেবার গুণগত মান ও গতি কমে যায়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গতি ধীর।
- আবেদনকারীর ভোগান্তি বাড়ে।
- বন্দরের সার্বিক কার্যক্রমে ধীরগতি দেখা দেয়।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা:

সমাধানের উপায়:

- অনলাইন ভিত্তিক একটি সিস্টেমের মাধ্যমে DR আবেদন, যাচাই ও অনুমোদনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন।
- সিএন্ডএফ এজেন্টরা যেকোনো সময়, যেকোনো স্থান থেকে আবেদন করতে পারবেন।
- আবেদনের স্ট্যাটাস জানার জন্য ইমেইল/এসএমএস নোটিফিকেশন চালু করা হবে।

ফলাফল: সংস্কার উদ্যোগের ফলে

- আবেদন প্রক্রিয়ায় সময় ও খরচ উভয়ের সাশ্রয় হবে।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।
- ভোগান্তি হ্রাস পাবে এবং সেবার মান উন্নত হবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক Online ভিত্তিক Delivery Request প্রদান।

(খ) কোন্ প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে?

বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর।

পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী?

বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ডেলিভারি রিকোয়েস্ট প্রদান করতে হয়, যার ফলে সময়, উপস্থিতি ও খরচ বৃদ্ধি পায়। অনলাইন পদ্ধতি চালু হলে এই সকল সমস্যা কমে আসবে।

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে:

অক্টোবর ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৫

(ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে:

উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা হলে প্রায় ৩০০০ সিএন্ডএফ প্রতিনিধির উপকার হবে। প্রতি ম্যানিফেস্টে আনুমানিক ১০ টাকা করে সাশ্রয় হবে, কারণ সময়, ভিজিট ও খরচ কমে যাবে।

সূচক	বর্তমান	পাইলট বাস্তবায়নের পর
দৈনিক DR আবেদন সংখ্যা	২০০-২৫০টি	৩৫০+
গড় প্রক্রিয়াকরণ সময়	৪-৫ ঘন্টা	২০-২৫ মিনিট
সরাসরি অফিসে আগমনের হার	১০০%	২৫% এর নিচে
অভিযোগের হার	২০%	৫% এর নিচে

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?

স্টেকহোল্ডার	ভূমিকা	ব্যবস্থাপনার কৌশল
সিএন্ডএফ এজেন্ট	আবেদনকারী	সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও সহায়তা
বন্দর ও কাস্টমস কর্মকর্তা	যাচাই ও অনুমোদন	আইটি প্রশিক্ষণ
বেনাপোল আইসিটি সেল	প্রযুক্তিগত সহায়তা	বাস্তবায়ন, টেস্টিং ও আপডেট
পণ্য হান্ডলিং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান	পণ্য হান্ডলিং এ সহায়তা	সকল পণ্য হান্ডলিং
সফটওয়্যার ডেভেলপার	টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট	নির্ধারিত চুক্তি ও নিয়মিত ফিডব্যাক

রিসোর্স মোবিলাইজেশন:

মানবসম্পদ:

- সফটওয়্যার ডেভেলপার, আইটি কর্মকর্তা, হেল্পডেস্ক অপারেটর ও প্রশিক্ষক।

আর্থিক সম্পদ:

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের রাজস্ব বাজেট, প্রাথমিক পর্যায়ে সীমিত পরিসরে ব্যয়।

প্রযুক্তিগত সম্পদ:

- ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, হোস্টিং সার্ভার, ইন্টারনেট সংযোগ, ইউজার গাইড ও সাপোর্ট সিস্টেম।

বিস্তারিত কার্যক্রম

ক্রম	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
১	বর্তমান পদ্ধতির সমস্যা বিশ্লেষণ ও দরকারি ডেটা সংগ্রহ	বেনাপোল স্থলবন্দর, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	১৫দিন	
২	সফটওয়্যার Requirements ডকুমেন্ট তৈরি	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	১৫দিন	
৩	সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও ইউজার টেস্টিং	বেনাপোল স্থলবন্দর, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	৩০দিন	
৪	পাইলট স্থানে অনলাইন সিস্টেম বাস্তবায়ন	বেনাপোল স্থলবন্দর, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	২৩দিন	
৫	প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	৫দিন	
৬	হেল্পডেস্ক ও ব্যবহারকারী সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	২দিন	
৭	নিয়মিত মনিটরিং, ফিডব্যাক ও প্রয়োজনীয় আপডেট	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	প্রতিদিন	

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বর্ণিত উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা হবে।

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে:

১. উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়ার কৌশল

পরিচালনা কমিটি গঠন:

- স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, সিএন্ডএফ অ্যাসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন।
- মাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে অগ্রগতি মূল্যায়ন।

ধাপওয়ারি বাস্তবায়ন:

- পাইলটিং ফলাফল বিশ্লেষণ করে ধীরে ধীরে সিস্টেমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি (যেমন: প্রথমে ডেলিভারি রিকুয়েস্ট, পরে অনলাইন পেমেন্ট ও ট্র্যাকিং সংযুক্তকরণ)।

২. উদ্যোগ বন্ধ হওয়া রোধ করার কৌশল

- ই-রিকুয়েস্ট সিস্টেমকে বাধ্যতামূলক করার জন্য নির্দেশনা জারী;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করা।
- সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদান।

৩. অভীষ্ট গ্রুপের নিকট জনপ্রিয়করণ

সচেতনতা কর্মসূচি:

- সিএন্ডএফ এজেন্টদের জন্য লিফলেট/ওয়ার্কশপ/ ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি ও বিতরণ।
- সফল ব্যবহারকারীদের কেস স্টাডি প্রচার (যেমন: "অনলাইন সিস্টেমে সময় ও খরচ সাশ্রয়ের গল্প")।

ইনসেন্টিভ ব্যবস্থা:

- অনলাইন রিকুয়েস্ট জমাদানকারীদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক সেবা বা ফি ডিসকাউন্ট।

৪. মনিটরিং কার্যক্রম

রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড:

- রিকুয়েস্ট সংখ্যা, প্রক্রিয়াকরণ সময়, ব্যবহারকারী সন্তুষ্টি ইত্যাদি ট্র্যাক করার জন্য ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড।

ফিডব্যাক মেকানিজম:

- ইউজার রেটিং সিস্টেম ও জরিপ (যেমন: Google Form/ওয়েব এ্যাপলিকেশন এর ফিডব্যাক অপশন)

তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়ন:

- স্বাধীন কনসালট্যান্ট দ্বারা বার্ষিক অডিট।

৫. রেপ্লিকেশন/রোলিং আউট কৌশল

অন্যান্য স্থলবন্দরে সম্প্রসারণ:

- বেনাপোলের সাফল্যের পর বুড়িমারী, তামাবিল ইত্যাদি বন্দরে চালু।

ইন্টিগ্রেশন:

- কাস্টমস, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় সিঙ্গল উইন্ডোর সাথে ডাটা শেয়ারিং।

৬. টেকসইকরণের অতিরিক্ত পদক্ষেপ

প্রযুক্তি হালনাগাদ:

- নিয়মিত সফ্টওয়্যার আপডেট ও সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ।

স্টেকহোল্ডার অ্যাডভোকেসি:

- নীতিনির্ধারকদের সাথে আলোচনা করে জাতীয় ডিজিটাল লজিস্টিক নীতিতে অন্তর্ভুক্তিকরণ।

ভোমরা স্থলবন্দর

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর

হিলি স্থলবন্দর

তামাবিল স্থলবন্দর

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

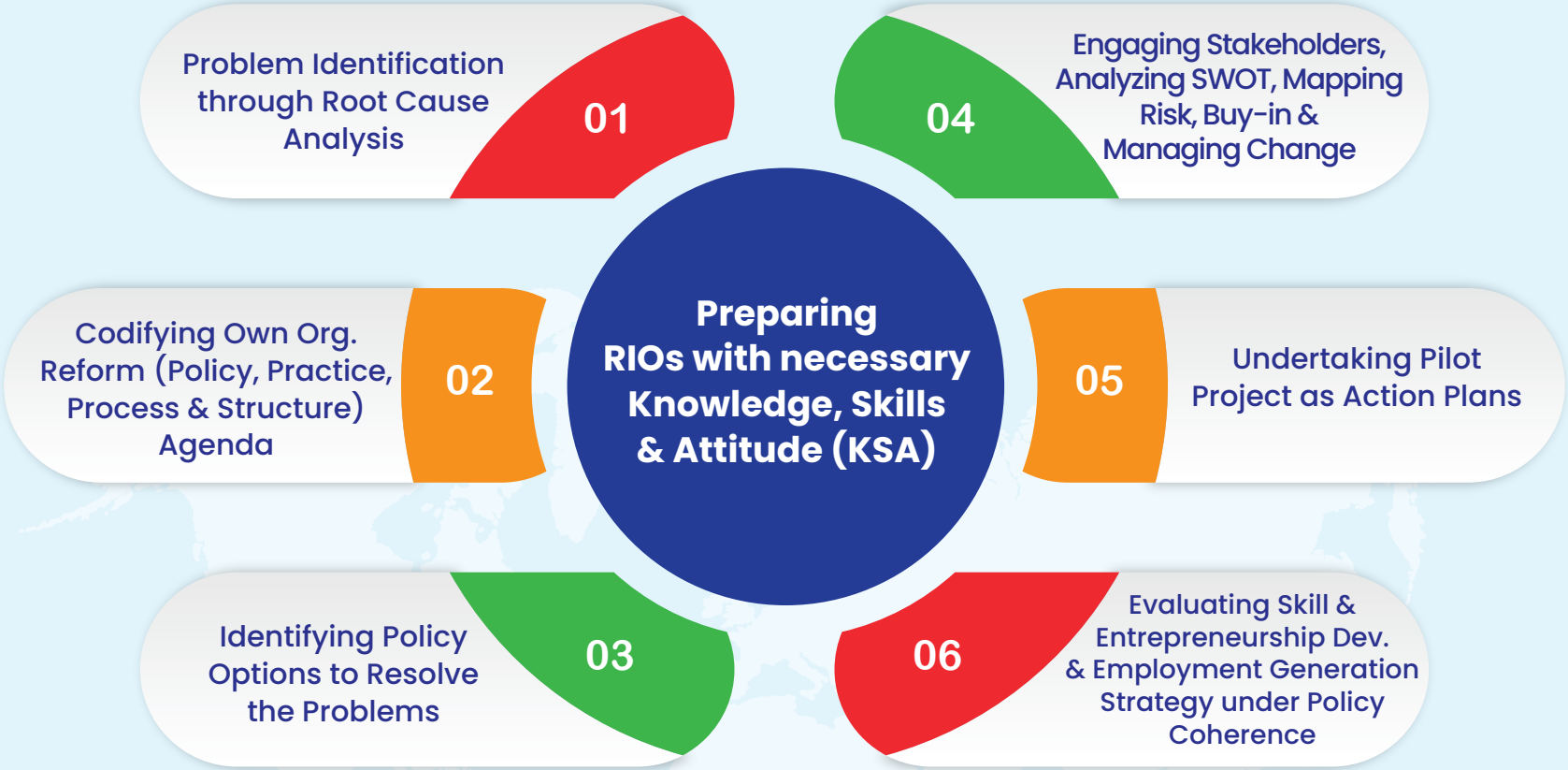

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়